MAY 05 2002

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ৭৪ কলাম ৬

দৈনিক ইনকিলাব

রাজশাহী বোর্ডের মতবিনিময় সভায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

ক্লাস টেন পর্যন্ত পরীক্ষা নিতে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট লাগে না ঃ এসএসসি এইচএসসিতে লাগে কেন?

রাজশাহী অফিস ঃ পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, ১৪৪ ধারা জারি করে যাতে আর পরীক্ষা নিতে না হয় সে ব্যাপারে শিক্ষকদের মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। নকল নামক ক্যান্সারে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা আক্রান্ত। এর থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এখন প্রয়োজন শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা। আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় চিহ্নিত কেন্দ্রগুলোয় ভিডিও ক্যামেরা বসানো হবে। যাতে নকল সরবরাহকারী, মস্তানসহ সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যায়। পরীক্ষার হলে প্রবেশের আগে পরীক্ষার্থীর পকেটে নকল পাওয়া গেলে তাকে গ্রেফতার করা হবে। আগামীতে পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্য কোন প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করতে যাতে না হয় সে ব্যাপারে সবাইকে কাজ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

গত (বৃহস্পতিবার) রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মত বিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার আজিরুদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আবুল বাশার, জেলা প্রশাসক আজিজ হাসান, শাহ মখদুম কলেজের অধ্যক্ষ মোল্লা সোহরাবুল আহসান, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হেলান্নুন নাহার, অধ্যক্ষ যোবদুল হক, টি টি কলেজের অধ্যক্ষ এস,এম, ইউনুছুর রহমান ও বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মুসা উদ্দিন বিশ্বাস। মন্ত্রী এহছানুল হক মিলন বলেন, নকল শব্দের কোন ইংরেজী নেই। এর উদ্ভব হয়েছে ১৯৭২ সাল থেকে। আর তা ধীরে ধীরে গোটা জাতিকে গ্রাস করেছে।

মন্ত্রী আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা যাতে নকলমুক্তভাবে হয় সে জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করে বলেন, কোন শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না। মতবিনিময় সভায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম বিগত এস.এস.সি পরীক্ষার নকলের বিষয় তুলে ধরে বলেন, ১২ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ ভাগ বহিষ্কার করেছে ম্যাজিস্ট্রেট, ৩০ ভাগ করেছে ভিজিলেন্স টিম আর ১০ ভাগ শিক্ষকরা। এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৬ শ'জন শিক্ষক নকল ধরে পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছেন। এমন কোন খবর নেই যে, নকল ধরার কারণে কোন শিক্ষক মার খেয়েছেন বা লাঞ্ছিত হয়েছেন। দুঃখজনক হলেও এটি সত্য যে, বাইরে থেকে ম্যাজিস্ট্রেট এসে নকল ধরেন আর শিক্ষকরা চেয়ে চেয়ে দেখেন। এ লজ্জা শিক্ষকদের।

নকল রোধে তাদের অসহায়ত্ব আর নিরাপত্তার কথা তুলে ধরে বলেন, আমরা পরীক্ষা গ্রহণ, ভর্তিসহ নানারকম চাপের মুখে থাকি। রাজনৈতিক চাপ বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনের চাপ প্রবল। আমরা মর্মজ্বালায় ভুগলেও কিছু করতে পারি না। বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয় শিক্ষকদের সবরকমের সহযোগিতা প্রদান করা হবে। মন্ত্রী বলেন, ক্লাস ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত পরীক্ষা নিতে গেলে পুলিশ লাগে না, ম্যাজিস্ট্রেট লাগে না অথচ এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি পরীক্ষা নিতে গেলে এসব নিতে হয় কেন। পরে মন্ত্রী রাজশাহী সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।